

12 FEBRUARY

প্রবৃত্তির অনুসরণের ধ্বংসালীলা



(For Islamic Brothers)

সাত্তাহিক সূন্নাতে ভরা ইজতিমার
সূন্নাতে ভরা বয়ান (Bangla)

প্রবৃত্তির অনুসরণের ধ্বংসলীলা

সাপ্তাহিক সূন্নাতে ভরা ইজতিমার সূন্নাতে ভরা বয়ান

১২ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ইং এর সাপ্তাহিক ইজতিমার বয়ান

Contents

| | |
|--|----|
| দরুদ শরীফের ফযীলত..... | 4 |
| বয়ান শোনার নিয়ত | 5 |
| রোগ কি স্বয়ং ঔষধ হয়ে যেতে পারে? | 5 |
| প্রবৃত্তির অনুসরণের সংজ্ঞা! | 8 |
| ধ্বংসকারী ৩টি বিষয় | 8 |
| জান্নাত এবং দোযখ তোমার নিকটে | 12 |
| বুদ্ধিমান এবং বোকা কে? | 12 |
| হাদীসে পাকের ব্যাখ্যা | 15 |
| (১) দ্রুত প্রভাব গ্রহণ করার অভ্যাস | 19 |
| প্রতিকার | 19 |
| (২) অমিতব্যয়িতার বদঅভ্যাস | 19 |
| প্রতিকার | 20 |
| (৩) অন্যের বিষয়ে অনর্থক চিন্তাভাবনা | 21 |
| প্রতিকার | 21 |
| (৪) নিজের সংশোধনের ব্যাপারে অলসতা | 22 |
| প্রতিকার | 22 |
| (৫) উদরপূর্তি..... | 23 |
| পুষ্ট শরীরের আপদ..... | 23 |
| পেটুকের উপর গুনাহের আক্রমণ | 23 |
| প্রতিকার | 24 |
| ২৯ নং নেক আমলের প্রতি উৎসাহ প্রদান | 25 |

| | |
|--|----|
| পানির অপচয় থেকে বাঁচার মাদানী ফুল | 25 |
| ঘোষণা..... | 26 |
| দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরুদ শরীফ ও ২টি দোয়া | 27 |
| (১) বৃহস্পতিবার রাতের দরুদ শরীফ: | 27 |
| (২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা: | 27 |
| (৩) রহমতের ৭০টি দরজা: | 28 |
| (৪) ছয়লক্ষ দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব: | 28 |
| (৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ: | 28 |
| (৬) দরুদে শাফায়াত:..... | 29 |
| (১) এক হাজার দিনের নেকী | 29 |
| (২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো: | 29 |
| পানির অপচয় থেকে বাঁচার অবশিষ্ট মাদানী ফুল..... | 30 |
| কুপ্রবৃত্তির ফিতনা থেকে বাঁচার দোয়া | 31 |
| সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি..... | 32 |
| দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:..... | 33 |
| কুফলে মদীনার কার্যবিবরণী..... | 35 |
| সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল | 35 |
| মাসিক ৪টি নেক আমল..... | 36 |
| বার্ষিক ৩টি নেক আমল | 36 |
| আমীরে আহলে সুন্নাত <small>وَأَمِيرِ بَيْتِ الْمَدِينَةِ</small> এর দোয়া | 36 |

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ ط
 أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْإِعْتِكَافِ

(অর্থাৎ আমি সুন্নাহ ইতিকাহের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাহের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাহের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাহের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়য হয়ে যাবে। ইতিকাহের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। “ফতোওয়ায়ে শামী”তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তাকে ইতিকাহের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরুদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ عَشْرًا بِهَا مَلَكَ مُوَكَّلٌ بِهَا حَتَّىٰ يَبْلُغَنِيهَا

অর্থাৎ “যে আমার প্রতি একবার দরুদ

শরীফ পড়ে আল্লাহ পাক তার প্রতি ১০টি রহমত অবতীর্ণ করেন এবং একজন ফেরেশতা ঐ দরুদ শরীফ আমার কাছে পৌঁছানোর দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে। (মুজাম্মে কাবীর, ৮/১৩৪, সংখ্যা ৭৬১১)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: أَفْضَلُ الْعَمَلِ الرَّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। (জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ❦ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ❦ আদব সহকারে বসবো ❦ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ❦ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ❦ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

রোগ কি স্বয়ং ঔষধ হয়ে যেতে পারে?

“উয়ুনুল হিকায়াত” ১ম খন্ডের ৩৬৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে: সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়ার প্রসিদ্ধ বুয়ুর্গ হযরত আবু কাসিম জুনাঈদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: একদিন রাতে আমার খুবই অস্থিরতা হচ্ছিল। আমি আল্লাহ পাকের ইবাদতে মশগুল হলাম। কিন্তু আমি শান্তি পাচ্ছিলাম না।

আমি খুবই চেষ্টা করলাম ইবাদতে খুবই মনোযোগ (Full Attention) এবং নম্রতা ও একাগ্রতা যেন অর্জন হয়ে যায়, কিন্তু আমি এই চেষ্টায় সফল হতে পারলাম না। এরপর আমি কুরআনে পাকের তিলাওয়াত শুরু করে দিলাম তবুও আমার মনোযোগ (Full Attention) এবং অন্তরে শান্তি অর্জন হলোনা। আমি অত্যন্ত বিস্মিত হলাম, আজ এমন কি হলো যে, আমি ইবাদাতে মনোযোগ স্থাপন করতে পারছি না এবং শান্তি দূর হয়ে গেছে। অবশেষে রাতের শেষ অংশে আমি আমার চাদর কাঁধে রাখলাম এবং ঘর থেকে বেরিয়ে আসলাম। কিছুদূর গিয়ে রাস্তায় এক ব্যক্তিকে দেখলাম, যে চাদরে আবৃত ছিলো।

যখন তার নিকটে গেলাম তখন সে তার মাথা উঠালো এবং আমার থেকে জিজ্ঞেস করলো: তুমি এতো বিচলিত কেন? কিয়ামত কি এসে গেছে? আমি বললাম: কিয়ামতের নির্ধারিত কি দিন এসে গেছে? সেই ব্যক্তি বললো: না। বরং আমি তো এটা জিজ্ঞেস করছি যে, তুমি কি অন্তরের অশান্তি এবং অস্থিরতার কারণে উদ্বিগ্ন হয়ে অন্তরে শান্তি অর্জন করতে যাচ্ছে? আমি বললাম: জ্বী হ্যাঁ, আমি আসলেই অন্তরের শান্তির খোঁজে বাইরে বেরিয়েছি এবং এটা জানতে চাচ্ছি যে, কি কারণে আজকের রাতে আমার শান্তি অর্জিত হচ্ছে না? (এরপর আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম) আচ্ছা বলো: আমার কাছে কি তোমার কোন চাহিদা আছে? সে উত্তর দিলো: হ্যাঁ, তোমার কাছে আমার চাহিদা আছে। আমি জানতে চাইলাম: বলো কি চাহিদা? সে উত্তর দিলো: আবু কাসিম আমাকে এটা বলুন, এমন কোন উপায় আছে কি, যে রোগ স্বয়ং ঔষধ হয়ে যাবে? আমি বললাম: জ্বী হ্যাঁ, একটি উপায় এমন আছে যে, রোগ স্বয়ং ঔষধ হয়ে যায়। মনোযোগ দিয়ে শুনো! যখন তুমি নফসের কুপ্রবৃত্তিসমূহের

বিরোধিতা করবে অন্তরের সমস্ত রোগ তোমার থেকে দূর হয়ে যাবে এই রোগই ঔষধ হয়ে যাবে।

এটা শুনে সেই ব্যক্তি একটি দীঘ শ্বাস ফেললো এবং বলতে লাগলো: আজ রাতে আমাকে এই প্রশ্নের উত্তর ৭ বার এভাবেই দেয়া হয়েছে, কিন্তু আমার ইচ্ছা ছিলো আমি আপনার মুখে নিজের প্রশ্নের উত্তর শুনবো। আল্লাহ পাকের দয়া ও বদান্যতায় আমার এই ইচ্ছা পূর্ণ হলো এবং আমি আপনার পবিত্র মুখে নিজের প্রশ্নের উত্তর শুনে নিয়েছি। এতটুকু বলার পর সেই ব্যক্তি সেখান থেকে চলে গেলো এরপর আর কখনো তাকে দেখা যায়নি। (উম্মুল হিকায়াত, পৃষ্ঠা:১৯৪)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন, সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়ার মহান বুয়ুর্গ হযরত আবু কাসিম জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাকে অন্তরের রোগ (দূর করার) কেমন চমৎকার উপায় বললেন যে, যখন তুমি নফসের প্রবৃত্তিসমূহের বিরোধিতা করবে তখন অন্তরের সমস্ত রোগ তোমার থেকে দূর হয়ে যাবে এবং এই রোগ নিজেই ঔষধও হয়ে যাবে। এতে জানা যায়, কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ এবং নফসের প্রবৃত্তিসমূহ পূরণ করা কেমন ধ্বংসাত্মক রোগসমূহের অন্তর্ভুক্ত যে, এটা অন্তরকে গুনাহের আবর্জনায় পূর্ণ করে দেয়। একটু মনোযোগ দিন, এটাই কি কারণ নয় যে, আমাদের অন্তরে নেকীর কথা প্রভাব ফেলেনা এবং ইবাদতে মন বসেনা। তাই আমাদেরও এই ঘটনা থেকে শিক্ষা অর্জন করা উচিত, অনর্থক আকাঙ্ক্ষা সমূহ এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণে পড়ে নিজের জীবনের আলোকিত প্রদীপ নিভিয়ে দেয়ার পরিবর্তে সুন্নাত অনুযায়ী নেকীতে ভরা জীবন অতিবাহিত করা উচিত।

প্রবৃত্তির অনুসরণের সংজ্ঞা!

মনে রাখবেন! জায়িয় নাজায়িযের তোয়াক্কা না করে নফসের প্রতিটি আকাজ্জকা পূরণে লেগে পরাকে প্রবৃত্তির অনুসরণ বলা হয়। (বাত্তেজী বিমারিয়ৌ কি মান্নুমাত, পৃষ্ঠা:১০১) নিশ্চয়ই প্রবৃত্তির পেছনে পড়াতে শুধু ক্ষতি আর ক্ষতি রয়েছে। এর ক্ষয়ক্ষতির অনুমান এই হাদীসে পাক দ্বারাও ভালোভাবে করা যায়।

ধ্বংসকারী ৩টি বিষয়

রাসূলে আকরাম **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেন: ৩টি বিষয় ক্ষতির মুখে ফেলে দেয়। (১) লোভ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষায় মত্ত থাকা (২) নফসের প্রবৃত্তিসমূহের অনুসরণ করা (৩) বান্দা তার নিজেকে নিয়ে অহংকার করা।

(মুজাম্মুল আউসাত, ৪/২১২, হাদীস: ৫৭৫৪)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরা নফসের প্রবৃত্তি সমূহের কেব্লা চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে সফল হয়ে যাই, তাহলে লোভ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার বদঅভ্যাসও দূর হয়ে যাবে এবং বিভিন্ন ধরনের গুনাহ থেকেও পরিত্রাণ পাব। এভাবে আমাদের বাতিন পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং নম্রতা ও একাগ্রতা সহকারে আমাদের ইবাদতে মন বসার নেয়ামতও অর্জিত হয়ে যাবে।

إِنْ شَاءَ اللهُ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মানুষের আকাজ্জকাসমূহ কখনো শেষ হয় না। দিনের পর দিন আকাজ্জকার এই সীমা দীর্ঘ হতে থাকে। বর্তমান যুগে এই আকাজ্জকার আগুন নেভানোর জন্য ঋণ নেয়ার প্রয়োজন পড়ুক কিংবা

হালাল ও হারাম মাধ্যম ব্যবহার করার দরকার পড়ুক এরও তোয়াক্কা করা হয়না। আসুন! প্রবৃত্তির অনুসরণের নিন্দায় কুরআনে পাকের কিছু আয়াতে মুবারাকা শুনি, যেন আমরাও নফসের কুপ্রবৃত্তিসমূহ এবং প্রবৃত্তির অনুসরণের ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপারে অবগত হই এবং এ থেকে বাঁচার চেষ্টা করি। যেমনটি আল্লাহ পাক ১৬ নং পারার সূরা মরিয়মের আয়াত নং ৫৯ ইরশাদ করেন:

خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا

الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ

فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا

(পারা ১৬, সূরা মরিয়ম, আয়াত ৫৯)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: অতঃপর তাদের পর তাদের স্থলে ঐ অপদার্থ উত্তরাধিকারীগণ আসলো, যারা নামাযসমূহ নষ্ট করেছে এবং নিজেদের কুপ্রবৃত্তিগুলোর অনুসরণ করেছে, সুতরাং অনতিবিলম্বে তারা দোষখের মধ্যে “গায়্য”-এর জঙ্গল পাবে।

হযরত আল্লামা জালাল উদ্দীন সুযুতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এই আয়াতের আলোকে উদ্ধৃত করেন: হযরত উকবা বিন আ'মের رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, অতি শীঘ্রই আমার উম্মতের মধ্য হতে আহলে কিতাব এবং আহলে লাবান ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি আরয করলাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আহলে কিতাব কারা? ইরশাদ করলেন: ঐসব লোক, যারা কিতাব এই জন্য শিখে, যেন এর দ্বারা ঈমানদারদের সাথে ঝগড়া করতে পারে। আমি আরয করলাম: আহলে লাবান কারা? ইরশাদ করলেন: ঐসব লোক, যারা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং নামাযসমূহ নষ্ট করে। (তাকসীরে দুৱরে মনসুর, ৫/৫৬৭) (মুত্তাদরাক আলাস সহীহাইন, ৩/১২৬, হাদীস ৩৪৬৯)

হযরত ইবনে আশআস رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, আল্লাহ পাক হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর প্রতি ওহী অবতীর্ণ করলেন যে, নিশ্চয় ঐ অন্তর, যা দুনিয়ার আকাঙ্ক্ষা সমূহের সাথে মিলিত হয়, সে আমার থেকে দূরে।

(ভাফসীয়ে দুয়রে মনসুর, ৫/৫২৬)

এক স্থানে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ
وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ
أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا

(পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ২৭)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং আল্লাহ তোমাদের প্রতি আপন কৃপা সহকারে প্রত্যাবর্তন করতে চান এবং যারা আপন প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তারা চায় যেন তোমরা সরল পথ থেকে বিস্তর পৃথক হয়ে যাও।

এই আয়াতে মুবারাকার শানে নুযুল হলো; ইহুদী, খ্রীষ্টান এবং অগ্নিপূজকরা ভাই ও বোনের মেয়েদের সাথে বিবাহ হালাল মনে করতো, যখন আল্লাহ পাক তাদের সাথে বিবাহ হারাম ঘোষণা করলেন, তখন তারা মুসলমানদের বলতে লাগলো, যেভাবে তোমরা খালা ও ফুফুর মেয়েদের সাথে বিবাহ জায়য মনে করো, অথচ খালা এবং ফুফু তোমাদের উপর হারাম। একইভাবে তোমরা ভাই ও বোনের মেয়েদের সাথেও বিবাহ করো। এর প্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হল যে, এই লোকেরা চায় যে, তোমরাও তাদের মত ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে যাও।

(ভাফসীয়ে মাদারিক, সূরা নিসা, ২৭ নং আয়াতের পাদটীকা, পৃষ্ঠা:২২৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আল্লাহ পাক কিভাবে কুপ্রবৃত্তির অনুসরণকারীদের নিন্দা করেছেন যে, এমন লোকদের জাহান্নামের গায়্য নামক উপত্যকায় নিক্ষেপ করা হবে। অনুরূপভাবে

দ্বিতীয় আয়াতে মুনাফিকদের নিন্দা করেছেন যে, তারা প্রবৃত্তির অনুসরণে পড়ে অপমানিত ও অপদস্থ হয়েছে। এখন তারা অন্তরের বিদ্বেষ ও শত্রুতার ফলে চায় যে, মুসলমানদেরকেও এই কু-অভ্যাসে লিপ্ত করে দিতে।

বর্তমানে মুসলমানদের আমলের অবস্থা দেখে এটাই ধারণা হয় যে, অমুসলিম জাতিগুলোর এই অপবিত্র ষড়যন্ত্র সফল হতে দেখা যাচ্ছে। আজ মুসলমানরা নফস ও শয়তানের ধোঁকায় পড়ে নিজেদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণে সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কুপ্রবৃত্তির অনুসরণে পশ্চিমাদের সংস্কৃতি এবং অন্যদের আচরণ ও অভ্যাসে প্রভাবিত হয়ে তাদের মত কাজ করতে **مَعَادُ اللَّهِ** গর্ববোধ করছে। পুরুষরা নারীদের মতো পোশাককে তাদের অভ্যাস বানিয়ে নিয়েছে, মহিলারা পর্দা ছেড়ে দিয়ে বাজার ও গলিতে বেপর্দা ঘুরাফেরা করা, ফ্যাশনের নামে সংকুচিত আঁটসাঁট পোশাক পড়ে কুদৃষ্টির মাধ্যম হওয়াকে যেন দোষনীয় মনেই করে না। বাচ্চাদের লালন পালনের অবস্থা এমন যে, তাদের দ্বীনী ইলম শেখানোর পরিবর্তে দুনিয়াবী ইলম শেখানো হচ্ছে। যদি বাচ্চা একটু মেধাবী হয় তাহলে তাকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর, কম্পিউটার প্রোগ্রামার বানানোর ইচ্ছা জেগে উঠে এবং এই ইচ্ছাপূরণের জন্য দ্বীনী শিক্ষা ছেড়ে শুধু দুনিয়াবী শিক্ষা অর্জনের প্রতি মনোযোগ দেয়া হচ্ছে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের এবং নিজের সন্তানসন্ততির সংশোধনের জন্য এবং তাদেরকে ছোটকাল থেকেই আখিরাতের প্রতি চিন্তার মনমানসিকতা দেয়ার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর “দ্বীনি পরিবেশ” এর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। **الْحَمْدُ لِلَّهِ** এই দ্বীনি পরিবেশের বরকতে অসংখ্য ফ্যাশনের পূজারী লোক তাওবা করে সূন্নাহের পথে চলতে শুরু করেছে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নফসের প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করার মানসিকতা বানাতে প্রবৃত্তির অনুসরণের নিন্দায় কিছু হাদীসে মুবারাকা উপস্থাপন করছি, যেন এই ভয়াবহ রোগ থেকে বাঁচতে আরো বেশী সফলতা অর্জিত হয়। যেমনটি

জান্নাত এবং দোযখ তোমার নিকটে

হযরত আব্দুল্লাহ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: জান্নাত তোমাদের থেকে এরচেয়েও অধিক নিকটবর্তী, যতটুকু তোমাদের জুতার ফিতা জুতার কাছে এবং দোযখও এমন। (অর্থাৎ অনেক বেশী নিকটবর্তী) (অপর এক বর্ণনায় রয়েছে) জান্নাতকে কষ্টসমূহ দ্বারা এবং দোযখকে কুপ্রবৃত্তি এবং স্বাদ দ্বারা ঢেকে রাখা হয়েছে।

(বুখারী, কিতাবুর রিকাব, ৪/২৪৩, হাদীস:৬৪৮৮)

বুদ্ধিমান এবং বোকা কে?

অনুরূপভাবে প্রিয়নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: **الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا ثُمَّ تَمَنَّى عَلَى اللَّهِ** বুদ্ধিমান ও চালাক সেই, যে তার নফসের হিসাব নেয় এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য আমল করে এবং সে অক্ষম যে, নফসের কুপ্রবৃত্তিসমূহের অনুসরণ করেছে এবং আল্লাহ পাক (এর রহমতে জান্নাত পাওয়ার) আশা রাখে।

(সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪/ ৪৯৬, হাদীস: ৪২৬০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিশ্চয় জান্নাত নেয়ামত ও আরাম আয়েশে পরিপূর্ণ অত্যন্ত সুন্দর স্থান। কিন্তু সেখানে পৌঁছা সহজ নয় বরং এর পথে ইবাদাত, বন্দেগী এবং নেকীর আকৃতিতে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ধাপ রয়েছে। যেগুলো অতিক্রম করা জরুরী। অপরদিকে দোযখ আতঙ্ক, কষ্ট

এবং বিভিন্ন ধরনের আযাবের জায়গা কিন্তু এর কাছে পৌঁছা খুবই সহজ। কেননা জাহান্নামকে নফসের কুপ্রবৃত্তিসমূহ দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি নফসের নাজায়িয় প্রবৃত্তিসমূহ পূরণের মধ্য দিয়ে তার জীবন অতিবাহিত করবে, ভয়ের ব্যাপার এই যে, তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হবে। তাই আমাদের মধ্যে যারা জান্নাতে প্রবেশের এবং জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচতে চায়, (প্রত্যেক ব্যক্তির এই আশা রাখাও উচিত) তার উচিত, নফসের বিরুদ্ধাচারণ করে নাজায়িয় প্রবৃত্তির পাশাপাশি তার জায়িয় আকাজ্ফা সমূহও নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা। কারণ জায়িয় আকাজ্ফা সমূহ নিয়ন্ত্রণ না করা নাজায়িয় কুপ্রবৃত্তিতে লিপ্ত হবার মাধ্যম হবে। আসুন! শিক্ষা অর্জনের জন্য আরেকটি হাদীসে পাক শুনি।

হযরত আবু হুরাইরা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যখন আল্লাহ পাক জান্নাত এবং দোযখ সৃষ্টি করলেন, তখন হযরত জিবরাইল عَلَيْهِ السَّلَام কে জান্নাতের দিকে প্রেরণ করেন এবং ইরশাদ করেন: জান্নাত এবং এর ঐ নেয়ামতগুলো দেখো, যা আমি জান্নাতবাসীদের জন্য তৈরী করেছি। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: অতঃপর হযরত জিবরাইল عَلَيْهِ السَّلَام জান্নাতে আসলেন, জান্নাত এবং জান্নাতবাসীর জন্য আল্লাহর তৈরি করা নেয়ামত সমূহ দেখে আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হন এবং আরয করেন: আপনার সম্মান ও মহত্বের শপথ! যে এই জান্নাতের ব্যাপারে শুনবে, সে নিশ্চয় এখানে প্রবেশের চেষ্টা করবে। অতঃপর আল্লাহ পাক হুকুম দিলেন এবং জান্নাতকে কষ্ট ও যন্ত্রণা দ্বারা ঢেকে দেয়া হলো। এরপর আল্লাহ পাক হযরত জিবরাইল عَلَيْهِ السَّلَام কে ইরশাদ করলেন: দ্বিতীয়বার যাও, জান্নাত এবং এর

নেয়ামতসমূহ দেখ। যা আমি জান্নাতীদের জন্য তৈরী করেছি। প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: হযরত জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام দ্বিতীয়বার জান্নাতে গেলেন। তিনি দেখলেন যে, একে যন্ত্রণা ও কষ্টসমূহ দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়েছে। হযরত জিবরাইল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করেন: হে আল্লাহ পাক! আপনার সম্মান ও মহত্বের শপথ! আমি ভয় পাচ্ছি যে, এখন এখানে কেউই প্রবেশ করতে পারবেনা। এরপর আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: এখন দোযখের দিকে যাও এবং দোযখ ও তার আযাবসমূহ দেখ, যা আমি দোযখবাসীর জন্য তৈরি করেছি। হযরত জিবরাইল عَلَيْهِ السَّلَام গিয়ে দেখলেন, দোযখ (এর আঙনের) এক অংশ অপর অংশের উপর চড়ছে। তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করেন: হে আল্লাহ! আপনার সম্মান ও মহত্বের শপথ! কেউই এমন নেই যে, জাহান্নাম (এর শাস্তির) ব্যাপারে শুনবে এবং এতে প্রবেশ করবে, (অর্থাৎ সে বাঁচার চেষ্টা করবে)। অতঃপর আল্লাহ পাকের হুকুমে জাহান্নামকে কুপ্রবৃত্তি, আকাজ্ফা এবং স্বাদের পর্দা দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো। এরপর আল্লাহ পাক জিবরাইল عَلَيْهِ السَّلَام কে হুকুম দিলেন: আবারো জাহান্নামের দিকে যাও। জিবরাইল عَلَيْهِ السَّلَام গেলেন এবং আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: হে আল্লাহ! আপনার সম্মান ও মহত্বের শপথ! আমার ভয় হচ্ছে এখন এর থেকে কেউই বাঁচতে পারবেনা, বরং (কুপ্রবৃত্তিতে লিপ্ত হয়ে) এতে গিয়ে পড়বে।

(ভিরমিযী, কিতাবু সিফাতিল জাম্মাত, হাদীস: ২৫৬৯, ৪/২৫৬)

হাদীসে পাকের ব্যাখ্যা

হযরত আল্লামা ইবনে হাজার আসফালানী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: কুপ্রবৃত্তি বলতে ঐ দুনিয়াবি কাজকর্ম, যেগুলো দ্বারা স্বাদ অর্জন করা হয়। শারীয়াত তা করার ব্যাপারে মাধ্যম ব্যতীত নিষেধ করুক কিংবা তা করার ফলে আল্লাহর আহকাম সমূহের মধ্য হতে কোনো হুকুমের লঙ্ঘন হোক। এছাড়াও যেগুলোর ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে এবং ঐসব জায়িয় ও মুবাহ কাজ, যেগুলোর উপর আমল করার ফলে হারামে লিপ্ত হবার ভয় থাকবে সবকিছু এই (কুপ্রবৃত্তির) অন্তর্ভুক্ত।

(ফাতহুল বারী, ১১/২৭৩)

হযরত আতিয়্যাহ বিন সা'দ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত মুতাক্বী এবং পরহেযগার হতে পারবেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত নাজায়িয় কাজ থেকে বাঁচার জন্য জায়িয় ও মুবাহ কাজ ছেড়ে দিবেনা। (মুত্তাদরাক হাকিম, ৫/৪৫৪, হাদীস: ৭৯৬৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ থেকে জানা গেল যে, কষ্ট ও যন্ত্রণার এই সমুদ্র অতিক্রম করার পরেই বান্দা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে এবং নফসের কুপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করার মাধ্যমেই দোযখ থেকে রেহাই পাবে। হযরত আলীযুল মুরতাযা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ কুফায় খুতবা দিতে গিয়ে বলেন: হে লোকেরা! তোমাদের নিয়ে আমার সবচেয়ে বেশী দীর্ঘ আশা এবং নফসের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণের ভয় হচ্ছে। কারণ দীর্ঘ আশা আখিরাতকে ভুলিয়ে দেয় এবং নফসের কুপ্রবৃত্তি অনুসরণ হুকু থেকে বিচ্যুত করে দেয়। সাবধান! নিশ্চয় দুনিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী এবং নিঃসন্দেহে আখিরাত আসন্ন এবং এ দুয়ের প্রত্যাশাকারী রয়েছে। তোমরা

আখিরাতের প্রত্যাশাকারী হও। দুনিয়ার প্রত্যাশাকারী হয়ো না। আজ আমল আছে হিসাব নয় এবং কাল (কিয়ামতে) হিসাব হবে, আমলের সুযোগ হবেনা। (আয যুহদ ওয়া কাসরিল আমাল, পৃষ্ঠা: ৫৮)

হযরত ওসমান গণী رضي الله عنه কে কবর দেখে অনেক বেশী কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করা হলো, তখন বললেন: নিজের একাকী সময়ের কথা মনে পড়ে যায়, কেননা কবরে আমার সাথে মানুষদের মধ্যে কেউই থাকবে না। (এরপর নেকীর দাওয়াতের মাদানী ফুল দিতে গিয়ে) বলেন: যার জন্য দুনিয়া কারাগার, তার জন্য কবর হলো জান্নাত। যার জন্য দুনিয়া জান্নাত, তার কবর তার জন্য কারাগার। যার জন্য দুনিয়ার জীবন বন্দীত্বের ন্যায় ছিলো, মৃত্যু তার নিষ্কৃতির বার্তা। যে দুনিয়ায় নফসের কুপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করেছে, সে আখিরাতে পরিপূর্ণ অংশ পাবে। উত্তম ব্যক্তি সেই, যে দুনিয়া তাকে ছেড়ে দেয়ার পূর্বে নিজেই দুনিয়াকে পরিত্যাগ করে এবং তার পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতের আগেই তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যায়। প্রত্যেক ব্যক্তির কবরের কার্যক্রম তার দুনিয়াবী জীবনের অনুরূপ। অর্থাৎ নেকী অর্জনের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করলে কবরে সুখ শান্তি এবং যদি গুনাহ করা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে তাহলে সর্বনাশ।

(মাওএযায়ে হাসানা, পৃষ্ঠা ৬১-৬২) (নেকীর দাওয়াত, পৃষ্ঠা: ৫৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের নেককার বান্দাগণ কবরের অভ্যন্তরীণ অবস্থাসমূহ নিয়ে কেমন চিন্তা ভাবনা করতেন এবং দুনিয়ার চাকচিক্য ও নফসের প্রবৃত্তিসমূহের অনুসরণ থেকে কতো দূরে থাকতেন। নিঃসন্দেহে তাঁরা জানতেন দুনিয়ায় মনোনিবেশ করা এবং প্রবৃত্তির পিছু পিছু চলা আখিরাতে ক্ষতির কারণ। কিন্তু আফসোস! আমরা কতবার

কবরস্থানে গিয়ে মৃত ব্যক্তিকে নিজ হাতে দাফন করেছি কিন্তু এরপরও শিক্ষা অর্জন করিনা যে, কুপ্রবৃত্তির অনুসরণকারী এবং দুনিয়াকে নিজের সবকিছু ধারণাকারী আজ কবরে এর ফল ভোগ করছে। মনে রাখবেন! বাহির থেকে একই ধরনের মনে হওয়া কবর ভিতরে এক রকম নয়। কারো কবর হয় ফুলের উদ্যান। অন্যদিকে কারো কবর হয় শিখা প্রজ্জ্বলিত আগুন ও সাপ বিচ্ছুর গর্ত। শুধু এতটুকুই চিন্তা করুন যে, নফসের আকাঙ্ক্ষাসমূহে ডুবে এক ওয়াজ্ঞ নামায একবার ছেড়ে দিলে, একবার মিথ্যা বললে, একবার গীবত করলে, একবার কুদৃষ্টির কারণে, একবার গান শুনলে কিংবা সিনেমা দেখলে, একবার গালমন্দ করলে অথবা একবার শরয়ী কারণ ব্যতীত রাগান্বিত হয়ে কাউকে বকা দিলে, একবার দাঁড়ি কর্তন অথবা এক মুষ্টি থেকে ছোট করলে শাস্তি স্বরূপ যদি ছোট কবরে ঘোর অন্ধকারে ভয়ানক নির্জনে রেখে দেয়া হয়, তাহলে কি হবে! নিশ্চয় আল্লাহ পাকের প্রতি ভয় প্রদর্শনকারীদের জন্য এই কল্পনায় কম্পনসৃষ্টিকারী। এটাতো শুধু বাহ্যিক কল্পনা। অন্যথায় আল্লাহ পাকের অসম্ভৃষ্টি নিয়ে মারা যাবার পর কবরে যেসব আযাবের সম্মুখীন হতে হবে সেগুলো কে সহ্য করতে পারবে? “হিলয়াতুল আউলিয়া” কিতাবে বর্ণিত আছে: যখন বান্দা কবরে প্রবেশ করে, তাকে ভয় দেখানোর জন্য ঐ সকল বস্তু চলে আসে, যেগুলো সে দুনিয়াতে ভয় পেত এবং আল্লাহকে ভয় পেত না।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ১০/১২, নাম্বার: ১৪৩১৮)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নফসের প্রবৃত্তিসমূহ এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বেঁচে থাকার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত। যারা আল্লাহ পাকের

সম্ভৃষ্টি অর্জনের জন্য নফসের প্রবৃত্তিসমূহ পরিত্যাগ করে, আল্লাহ পাক তাদের পুরস্কার স্বরূপ জান্নাতের চিরস্থায়ী নেয়ামত দ্বারা পুরস্কৃত করেন। যেমনটি পারা: ৩০ সূরা নাযিয়াত এর ৪০ ও ৪১ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ

نَعَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣٠﴾

فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٣١﴾

(পারা ৩০, সূরা নাযিয়াত, আয়াত ৪০-৪১)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর সেই ব্যক্তি, যে আপন প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবার ভয় করেছে এবং নফসকে (মন) কু-প্রবৃত্তি থেকে বিরত রেখেছে, তবে, নিশ্চয় জান্নাতই তার ঠিকানা।

এই আয়াতে আল্লাহ পাক নফসের প্রবৃত্তিসমূহ পরিত্যাগকারীদের প্রশংসা করেছেন এবং তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দ্বারাও ধন্য করেছেন।

হযরত আবু সুলাইমান দারানী رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ বলেন: নফসের প্রবৃত্তিসমূহ হতে কোন একটি প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করা অন্তরের জন্য এক বছরের রোযা এবং পুরো বছর ব্যাপী রাতের ইবাদত থেকেও অধিক উপকারী। (কুতুল কুলুব) (ফয়যানে সুন্নাহ, পৃষ্ঠা: ৭৩৪)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, নফসের প্রবৃত্তিসমূহ পরিত্যাগ করা কেমন উপকারী! যে তার উপর প্রবৃত্তি সমূহের দরজা বন্ধ করে নেয়, আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতের নেয়ামতসমূহ দ্বারা ধন্য করেন। তাই আমাদেরও উচিত যে, আমরা যেন এই পুরস্কার ও সম্মান গুলো থেকে বঞ্চিত না থাকি। এগুলো অর্জনের জন্য নফসের প্রবৃত্তিসমূহ থেকে বাঁচার প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকি। কুপ্রবৃত্তির অনুসরণের উদ্বুদ্ধকারী অনেক মাধ্যম হতে পারে। আসুন! তন্মধ্যে পাঁচ (৫) টি মাধ্যম

ও এর প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা করি, যাতে এর অনিষ্ট থেকে বাঁচা আরো সহজ হয়।

(১) দ্রুত প্রভাব গ্রহণ করার অভ্যাস

কোন কিছুর প্রশংসা শুনে অথবা কারো কাছে কোন কিছু দেখে অন্তরে এই ইচ্ছা সৃষ্টি হওয়া যে, এই জিনিস আমার কাছেও থাকা উচিত। (যেমন; কারো মোবাইল, ঘর, দোকান, গাড়ি ইত্যাদি) এই বস্তুগুলো দেখলে সেগুলোর প্রয়োজন আমাদের হোক বা না হোক, ব্যস! মাথায় একটি চিন্তাই ভর করে, যেকোন ভাবে আমি যেন এগুলো অর্জন করে নিই। এখন এই জিনিসগুলো অর্জন করা কষ্টসাধ্য হওয়ার কারণে এই ব্যক্তি তার আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য জায়িয় ও নাজায়িযের সীমা অতিক্রম করতে থাকে আর এভাবে সে ধ্বংসের গভীর গর্তে নিপতিত হয়।

প্রতিকার

এর প্রতিকার হলো, ব্যক্তি যেন তার প্রয়োজন ও নাজায়িয আকাঙ্ক্ষার মাঝে তফাৎ সৃষ্টি করার অভ্যাস করে। এই ব্যাপারে কোন একনিষ্ঠ ও নেককার বন্ধুর পরামর্শ নেয়। নফসের প্রবৃত্তির নিন্দা ও এর ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করে এবং জায়িয় ইচ্ছা পূরণের জন্য যেন জায়িয় মাধ্যমই গ্রহণ করে।

(২) অমিতব্যয়িতার বদঅভ্যাস

অনুরূপভাবে কুপ্রবৃত্তির অনুসরণের উদ্বুদ্ধকারী একটি মাধ্যম অমিতব্যয়িতার বদঅভ্যাসও হতে পারে। কেননা যে ব্যক্তির মাঝে অমিতব্যয়িতার অভ্যাস থাকবে, সে যেকোনো পছন্দ হওয়া জিনিস কিনতে

থাকবে। এটাও ভাববে না যে, আমি যা কিনেছি তার প্রয়োজন আমার আছে নাকি নেই। এভাবে ব্যক্তি তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে গিয়ে অত্যধিক অর্থ অপচয় করতে থাকে।

প্রতিকার

এর প্রতিকার হলো, ব্যক্তি অর্থ খরচ করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনকে তার সামনে রাখবে। প্রয়োজন ব্যতীত কোন জিনিস যেন না কিনে। সম্ভব হলে বিনা প্রয়োজনে খরচ করার পরিবর্তে সেই অর্থ যেন সদকা করে দেয়। মনে রাখুন! যে ক্ষেত্রে শরয়ী, অভ্যাসগত এবং মানবিকভাবে ব্যয় করা নিষেধ, সেখানে ব্যয় করা যেমন; ফিসকু, পাপাচার, গুনাহের ক্ষেত্রে ব্যয় করা, পরিচিত মানুষের জন্য এমনভাবে ব্যয় করা যে, নিজের আত্মীয় স্বজনদের নিঃস্ব ছেড়ে দিয়েছে, তাদের সাহায্য না করা একে অপচয় (অমিতব্যয়িতা) বলা হয়। (বাতেনী বিমারিয়ৌ কি মালুমাত, পৃষ্ঠা:৩০১) অপচয় এবং অমিতব্যয়িতা শরীয়ত বিরোধী হলে হারাম এবং মানবিকতা বহির্ভূত হলে মাকরুহে তানযিহী। (আল হাদীকাতুন নাদীয়া, ২/২৮। বাতেনী বিমারিয়ৌ কি মালুমাত পৃষ্ঠা:৩০৭)

শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ এর বিশ্ববিখ্যাত কিতাব ফয়যানে সুন্নাতের ১ম খন্ড ২৫৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে: প্রসিদ্ধ মুফাস্সির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ তাফসীরে নাস্টমী ৮ম খন্ড, ৩৯০ পৃষ্ঠায় বলেন: অপচয় এর অনেক তাফসীর রয়েছে। (১) হালাল বস্তুকে হারাম মনে করা (২) হারাম বস্তু ব্যবহার করা (৩) প্রয়োজনের চেয়ে বেশি পানাহার ও পরিধান করা (৪) যা ইচ্ছা করে পানাহার কিংবা পরিধান করে নেয়া (৫) দিনরাত বারংবার পানাহার করতে

থাকা, যার ফলে পাকস্থলী খারাপ হয়ে যায়, সে অসুস্থ হয়ে যায় (৬) অস্বাস্থ্যকর এবং ক্ষতিকর জিনিস খাওয়া (৭) সর্বদা পানাহার এবং পরিধানের চিন্তায় থাকা যে, এখন কি খাবো, পরবর্তীতে কি খাবো। (রুহুল বায়ান, ৩/১৫৪) (৮) উদরপূর্তির জন্য খাওয়া (৯) গুনাহ করার জন্য খাওয়া (১০) ভালো পানাহার এবং উন্নত পোশাক পরিধানে এমন অভ্যস্ত হয়ে পড়া যে, কখনো সাধারণ খাবার খেতে না পারা (১১) উত্তম খাবারকে নিজের বিশেষত্বের ফলাফল মনে করা, মোটকথা এই এক শব্দে অনেক আহকাম অন্তর্ভুক্ত। (জাফসীরে নাঈমী, ৮/৩৯০)

(৩) অন্যের বিষয়ে অনর্থক চিন্তাভাবনা

কুপ্রবৃত্তির অনুসরণে লিপ্ত হওয়ার একটি মাধ্যম হলো অন্যের বিষয়ে অনর্থক চিন্তাভাবনা। অন্যের উন্নত পোশাক, আলিশান বাসস্থান, উন্নত জীবনধারার ব্যাপারে অনর্থক চিন্তাভাবনা শুধু হিংসার মতো ক্ষতিকর রোগ জন্ম দেয়না, বরং এর ফলে কুপ্রবৃত্তির অনুসরণের আগুনও অন্তরে প্রজ্বলিত হয়ে উঠে। অতঃপর ব্যক্তি প্রবৃত্তি পূরণে অন্ধ হয়ে অর্থ উপার্জনের জন্য হারাম মাধ্যমও গ্রহণ করতে শুরু করে।

প্রতিকার

এর প্রতিকার হলো, ব্যক্তি অন্যের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা থেকে বিরত থাকবে। যা কিছু আল্লাহ পাক তাকে দান করেছেন এর উপর ধৈর্যধারণ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে। নিজের চেয়ে নিম্নস্তরের মানুষকে দেখে কৃতজ্ঞতা আদায় করবে এবং বুয়ুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللَّهِ الْبَرِّين এর জীবনী অধ্যয়ন করে তাদের জীবন যাপনের পদ্ধতির ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করবে। যেন নেকী এবং ভালো কাজের প্রতি অন্তর আকর্ষিত হয়।

(৪) নিজের সংশোধনের ব্যাপারে অলসতা

নফস ও শয়তানের অনুসরণের একটি মাধ্যম হলো; নিজের সংশোধনের প্রতি মনোযোগ না দেয়া। যে ব্যক্তি নিজের জবাবদিহিতা (Self Accountability) করেনা, সে কখনো তার দোষ ত্রুটি ও গুনাহের ব্যাপারে অবগত হতে পারে না। এভাবে শয়তানের অনুকরণে লিপ্ত হয়ে গুনাহ করতে থাকে।

প্রতিকার

এমন ব্যক্তির উচিত যে, প্রতিদিন নিজের নফসের জাবাবদিহিতা (Self Accountability) করা। যাকে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনী পরিবেশে নেক আমলের পর্যালোচনা করা বলে। রাতে ঘুমানোর পূর্বে এটা চিন্তা করবে যে, আজ আমি কি কি নেক আমল করেছি? এবং কি কি খারাপ কাজ এবং গুনাহ আমার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে? গুনাহের ফলে নিজের নফসকে তিরস্কার করবে এবং ভবিষ্যতে না করার সংকল্প করবে। শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** এর প্রদত্ত “৭২টি নেক আমল”ও নফসের জবাবদিহিতা করার ক্ষেত্রে অনেক সাহায্যকারী। অতঃপর প্রতিদিন নেক আমলের পর্যালোচনা করে প্রতি মাসে নেক আমলের পুস্তিকা জমা করানো যেহী হালকার ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্য একটি দ্বীনি কাজ। “নেক আমল” এর উপর আমল করা নিজের আমলের হিসাব করা এবং কবর ও আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করার সেরা উপায়। অতএব আপনারাও নেক আমলের উপর আমল করুন। প্রতিদিন নেক আমলের পর্যালোচনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করুন এবং প্রতি ইংরেজী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে

দিন। **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** এর বরকতে শয়তানের অনুসরণের মতো ক্ষতিকর রোগ এবং অন্যান্য গুনাহ থেকেও বাঁচার মানসিকতা তৈরি হবে।

(৫) উদরপূর্তি

তদ্রূপ কুপ্রবৃত্তির অনুসরণে লিপ্ত হওয়ার একটি মাধ্যম হলো উদরপূর্তি করা। অর্থাৎ পেট ভরে খাবার খাওয়া। কারণ এটা স্বাভাবিক যে, যার পেট ভরা থাকবে তাকে শয়তান সহজে কারু করতে পারে। যার ফলে নেকীর কাজে মন বসে না। বরং নফসের প্রবৃত্তিসমূহ জেগে উঠে এবং এর ফলে গুনাহের প্রতি আগ্রহ বেড়ে যায়।

পুষ্ট শরীরের আপদ

হযরত ইয়াহয়া মুআয রাযী **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** বলেন: যে পেট ভরে খাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তার শরীরে মাংস বেড়ে যায়। যার শরীরে মাংস বেড়ে যায়, সে প্রবৃত্তি পূজারী হয়ে পড়ে। যে প্রবৃত্তি পূজারী হয়ে যায়, তার গুনাহ বেড়ে যায়। যার গুনাহ বেড়ে যায় তার অন্তর কঠোর হয়ে যায়। যার অন্তর কঠোর হয়ে যায় সে দুনিয়ার আপদ ও রং তামাশায় লিপ্ত হয়ে যায়। (আল মানবিহাত লিল আসকালানী, পৃষ্ঠা:৫৯)

পেটুকের উপর গুনাহের আক্রমণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অত্যন্ত উদ্বেগের কথা হলো পেট ভরে খাওয়া মানুষকে গুনাহে লিপ্ত করে দেয়। যেমন; হযরত ইমাম মুহাম্মাদ গাযালী **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** বলেন: বেশী খেলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ফিতনা সৃষ্টি হয়। ফ্যাসাদ সৃষ্টি করার এবং অনর্থক কাজ করার আগ্রহ তৈরি হয়। কারণ যখন মানুষ খুব পেট ভরে খায়, তখন চোখে কুদৃষ্টির আকাজক্ষা সৃষ্টি হয়, কান

খারাপ কথা শুনতে আগ্রহী হয়ে থাকে, মুখ নোংরা কথাবার্তা বলতে সম্মত হয়, লজ্জাঙ্ঘন কুপ্রবৃত্তি পূরণের প্রত্যাশা করে। পা নাজায়িয স্থানসমূহে যাওয়ার জন্য অধৈর্য হয়ে পড়ে, এর বিপরীতে যদি মানুষ ক্ষুধার্ত হয়, তাহলে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শান্তিপূর্ণ থাকবে, কোনো খারাপ কাজের লালসায় পড়বেনা, খারাপ কিছু দেখে আনন্দিত হবেনা, হযরত উস্তায় আবু জাফর رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: পেট ক্ষুধার্ত হলে শরীরের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শান্তিপূর্ণ থাকে, কোনো জিনিসের আকাঙ্ক্ষা করেনা, যদি পেট ভর্তি থাকে তাহলে অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্ষুধার্ত থাকার ফলে বিভিন্ন খারাপ কাজের দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

(মিনহাজুল আবিদীন, ৫ম পরিচ্ছেদ, আল বাতানু ওয়া হিফযুহু, পৃষ্ঠা:৮৬) (ফয়যানে সুন্নাত, পৃষ্ঠা:৭০৯)

প্রতিকার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উদরপূর্তি অর্থাৎ পেট ভরে খাওয়ার পর গুনাহ থেকে বাঁচার উপায় হলো; বান্দা ক্ষুধার চেয়ে কম খেয়ে নফসের প্রবৃত্তি নিষ্ফল করে দিবে। দাওয়াতে ইসলামীর দ্বিনি পরিবেশে এই ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয় যে, বান্দা যেন হারাম লুকমা গ্রহণ করা থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকে। জায়িয ও মুবাহ খাবারও যেন ইবাদাতের শক্তি অর্জনের নিয়তে কম খায়। যাতে ইবাদাতের স্বাদ গ্রহণের সৌভাগ্য নসীব হয় এবং গুনাহের প্রতি উদ্বুদ্ধও না হয়। দাওয়াতে ইসলামীর দ্বিনি পরিবেশে ক্ষুধার চেয়ে কম খাওয়াকে “পেটের কুফলে মদীনা” লাগানো বলে থাকে। এর উপর আমলের মানসিকতা তৈরিতে শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ “পেটের কুফলে মদীনা” নামক বিখ্যাত কিতাবটি লিখেন। এই কিতাব অধ্যয়নের বরকতে খাবারের আদব সমূহ, ক্ষুধার

চেয়ে কম খাওয়ার উপকারিতা, স্বাস্থ্যবান থাকার উপায়, এছাড়াও আপনি অসংখ্য মাদানী ফুল গ্রহণ করতে পারবেন। মাকতাবাতুল মদীনার যেকোনো শাখা থেকে কিতাবটি সংগ্রহ করা যাবে। এছাড়া দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েবসাইট www.dawateislami.net থেকে কিতাবটি পড়াও যাবে। ডাউনলোডও করা যাবে এবং প্রিন্টও করা যাবে।

২৯ নং নেক আমলের প্রতি উৎসাহ প্রদান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নফসের কুপ্রবৃত্তি থেকে বাঁচতে এবং রাসূলের সুন্নাত অনুসরণের মানসিকতা পেতে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। যেহেতু হালকার ১২টি দ্বীনি কাজে অংশ নিন। শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত প্রদত্ত “৭২টি নেক আমল” অনুযায়ী আমল করুন। ৭২ নেক আমলের মধ্যে ২৯ নং নেক আমল হলো: আজ আপনি সুন্নাত অনুযায়ী খাবার খেয়েছেন এবং খাবার খাওয়ার আগে ও পরে দোয়া পড়েছেন? এই নেক আমলের উপর আমলের বরকতে আমরা শুধু সুন্নাত অনুযায়ী খাবার গ্রহণকারী হয়ে যাবো না বরং ক্ষুধার চেয়ে কম খেয়ে কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বাঁচতেও সফল হয়ে যাবো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

পানির অপচয় থেকে বাঁচার মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরিকত, আমিরে আহলে সুন্নাত www.dawateislami.net এর পুস্তিকা "ওয়ুর পদ্ধতি" থেকে পানির অপচয় থেকে বাঁচার ব্যাপারে কয়েকটি মাদানী ফুল শোনার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে প্রিয় নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ২টি বাণী লক্ষ করুন: (১) ইরশাদ

করেন: অযুতে অনেক বিশ পানি প্রবাহিত করাতে কোনো কল্যাণ (মঙ্গল) নেই এবং সেই কাজ শয়তানের পক্ষ থেকে। (কানযুল উম্মাল, ৯/১৪৪, হাদীস: ২৬২৫৫)

(২) প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এক ব্যক্তিকে ওযু করতে দেখলেন, ইরশাদ করলেন: অপচয় করো না, অপচয় করো না। (সুনানে ইবনে মাজাহ, ১/২৫৪, হাদীস: ৪২৪)

★ যদি ওয়াকফের পানি দিয়ে অযু করা হয়, তবে বেশি খরচ করা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। (ওযুর পদ্ধতি, পৃষ্ঠা :৪২) ★ কিছু লোক অঞ্জলী ভরার সময় এমনভাবে পানি ঢালে যে, তা উপচে পড়ে, অথচ যা পড়ল তা বেকার গেল, এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত। (ওযুর পদ্ধতি, পৃষ্ঠা :৪২) ★ আজ পর্যন্ত যতটুকু নাজায়িয় অপচয় করা হয়েছে, তা থেকে তাওবা করে ভবিষ্যতে বাঁচার পূর্ণ চেষ্টা শুরু করুন। ★ অযু করার সময় কল সাবধানে খুলুন, অযু করার সময় সম্ভব হলে এক হাত কলের হাতলে রাখুন এবং প্রয়োজন মিটলে বারবার কল বন্ধ করতে থাকুন। ★ মিসওয়াক, কুলি, গড়গড়া, নাক পরিষ্কার, দাঁড়ি এবং হাত-পায়ের আঙুলের খিলাল এবং মাসেহ করার সময় এক ফোঁটাও যেন না পড়ে এভাবে ভালোভাবে কল বন্ধ করার অভ্যাস করুন।

ঘোষণা

পানির অপচয় থেকে বাঁচার অবশিষ্ট মাদানী ফুল তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে। অতএব তা জানার জন্য তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পাঠিত ৬টি দরুদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরুদ শরীফ:

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْحَبِيبِ الْعَالِي
الْقَدْرِ الْعَظِيمِ الْجَاهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

বুয়ুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরুদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ صَلَاةً دَائِمَةً بَدْوَامٍ مُلْكِ اللَّهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুয়ুর্গাদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরুদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফ্ফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সাযিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ আশ্চর্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরুদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّانزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ أَهْلُهُ

হযরত সাযিয়্যুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। (মু'জামুয যাওয়াদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ পাক ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ পাক পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ১২ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ইং

- (১) সুনাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

পানির অপচয় থেকে বাঁচার অবশিষ্ট মাদানী ফুল

★ শীতকালে অয়ু বা গোসল করার জন্য এবং পাত্র ও কাপড় ইত্যাদি ধোয়ার জন্য গরম পানি পাওয়ার উদ্দেশ্যে কল খুলে পাইপে জমে থাকা ঠান্ডা পানি এমনিই ফেলে দেওয়ার পরিবর্তে কোনো পাত্রে জমা করে নেওয়ার ব্যবস্থা করুন। ★ মুখ ধোয়ার জন্য সাবানের ফেনা তৈরিতেও পানি সাবধানে খরচ করুন। ★ ব্যবহারের পর এমন সাবানদানিতে সাবান রাখুন যাতে পানি একদম না থাকে। ★ পান করার পর গ্লাসে বেঁচে যাওয়া পানি ফেলে দেওয়ার পরিবর্তে অন্যকে পান করিয়ে দিন বা অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করুন। ★ পায়খানায় লোটা ব্যবহার করুন, কারণ ঝরনা দিয়ে পবিত্রতা অর্জনে পানিও বেশি খরচ হয় এবং পা-ও প্রায়ই নোংরা হয়ে যায়। ★ কল থেকে ফোঁটা পড়তে থাকলে অবিলম্বে এর সমাধান করুন, নতুবা পানি নষ্ট হতে থাকবে। ★ অনেক সময় মসজিদ ও মাদরাসার কলগুলো থেকে পানি পড়তে থাকে কিন্তু কেউ দেখার থাকে না! ব্যবস্থাপনা কমিটিকে নিজেদের দায়িত্ব মনে করে নিজেদের আখিরাতের ভালোর জন্য অবিলম্বে কোনো ব্যবস্থা করা উচিত। ★ খাবার খাওয়া, চা বা কোনো পানীয় পান করা, ফল কাটা ইত্যাদি বিষয়ে খুব সতর্কতা অবলম্বন করুন যাতে প্রতিটি দানা, প্রতিটি খাদ্যের কণা এবং প্রতিটি ফোঁটা ব্যবহার হয়ে যায়। (ওয়র পদ্ধতি, পৃষ্ঠা: ৪৫, ৪৬, ৪৭)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

কুপ্রবৃত্তির ফিতনা থেকে বাঁচার দোয়া

দাওয়াতে ইসলামীর সপ্তাহিক সুনামে ভরা ইজতিমার শিডিউল অনুযায়ী “কুপ্রবৃত্তির ফিতনা থেকে বাঁচার দোয়া” মুখস্ত করানো হবে।
দোয়াটি হল:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النِّسَاءِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ -

অনুবাদ: হে আল্লাহ পাক! আমি মহিলাদের ফিতনা এবং কবরের আযাব থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (ফয়যানে দোয়া, পৃষ্ঠা:২৮৫)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম। (জামিউস সগীর লিস সুন্নতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে “ভালো ভালো নিয়্যত” করে নিই।

১. আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।
২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য আল্লাহ পাকের হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।
৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।
৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (আল্লাহ না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।
৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।
৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরুদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।
৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতেের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।
৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (✓) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (○) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতেের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছে? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছে? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছে? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ কি পাঠ করেছে? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছে বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছে? ৮. ৩১৩ বার দরুদ শরীফ পাঠ করেছে? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১০.

কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে কি উঁকি দিয়েছি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ

ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়য কাজের পূর্বে কি بِسْمِ اللّٰهِ পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরণী

★ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ★ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার
★ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার ।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকারফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইত্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী

দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ الْعَالِيَةِ এর দোয়া

হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়।

أَمِيرِينَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

